ভট্টলোল্লট ও তাঁর মতবাদ

ভট্টলোল্লট খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী আলঙ্কারিক | ইনি "রসসূত্রে"র ব্যাখ্যা করেন পূর্ব মীমাংসার মত-অনুসারে | তার গ্রন্থের নাম ছিল "রস-বিবরণ" , তবে তাঁর রসতত্ত্ববিষয়ক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় অভিনবগুপ্তের "অভিনবভারতী" এবং মম্মটের "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থে | তাঁর মতে - সূত্রের "নিষ্পত্তি" শব্দের অর্থ "উত্পত্তি" | "সংযোগ" শব্দের অর্থ "জন্য-জনক-সম্বন্ধ" | বিভাব অনুভাব ব্যভিচারি ভাব -সকলেই "জনক" | রস "জন্য" | "জন্য-জনক"এর সমার্থক পরিভাষা "উত্পাদ্য-উত্পাদক" | লোল্লটের মতবাদের নাম "উত্পত্তিবাদ" | লোল্লটের মতে, স্থায়িভাব বিভাবের দ্বারা উত্পন্ন হয় | অনুভাবের দ্বারা প্রকট হয় এবং ব্যাভিচারি ভাবের সংস্পর্শে এসে রসে পরিণত হয় | রসের মুখ্য আশ্রয় নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি | নায়কাদিনিষ্ঠ যে রস তা অভিনেতাতে আরোপিত হয় | যে অভিনেতা-অভিনেত্রী নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি বেশ-ভূষা এবং সংলাপে নিপুণভাবে নায়ককে অনুকরণ করেন | অনুকরণকৃত সাদৃশ্যের ফলে দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, আসল পাত্র-পাত্রী ও রসের আশ্রয় মনে করেন | অভিনেতার চিত্ত-বৃত্তি (স্থায়ীভাব) আস্বাদিত হতে থাকে | আর সেইজন্য-ই চিত্ত-বৃত্তি হয় রস-পদবাচ্য | দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রসঙ্গটি দিয়ে তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে | শকুন্তলা আলম্বন-বিভাব | তপোবনের নির্জন পরিবেশ উদ্দীপন বিভাব | বনকন্যা শকুন্তলা এবং ঋষি কন্বের তপোবন, রাজা দুষ্যন্তের (আসল) চিত্তে জন্ম দিল অনুরাগের | অনুরাগ বা রতি অন্যতম স্থায়ী ভাব | প্রতিটি

মানুষের মত রাজার মনেও স্থায়ীভাব অস্তিত্বশীল | শকুন্তলার কটাক্ষ প্রভৃতি থেকে স্পষ্ট হল অনুরাগ | কটাক্ষ প্রভৃতি অনুভাব | আর শেষে শকুন্তলার লজ্জা ভয় শঙ্কা প্রভৃতির মাধ্যমে দুষ্যন্তের স্থায়ীভাব, পরিণতি পেল রসে | দুষ্যন্তনিষ্ঠ এই রস আরোপিত হল দুষ্যন্তের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতাতে | অভিনেতার চিত্তবৃত্তি বা অনুরাগের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকল দর্শক | আস্বাদ্যমান অনুরাগ নামক এই চিত্তবৃত্তিকে দর্শক জানতে থাকল "শৃঙ্গার রস" বলে | লোল্লটের মতে, রস-উত্পত্তির কারণ, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারিভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ | আর, বিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ "উত্পাদ্য-উত্পাদক"রূপ | বিভাবের দ্বারা রস উত্পন্ন হয় | অনুভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ "গম্য-গমক"রূপ | নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদীয়মান রসাত্মক চিত্তবৃত্তি অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় | ব্যাভিচারিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ পোষ্য-পোষকরূপে | ব্যাভিচারিভাবের দ্বারা উপচিত হয়ে "রস" পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে |

সমালোচনা

1. লোল্লট বলেছেন, রস রক্তমাংস নায়কের মধ্যেই থাকে | পরোক্ষভাবে অর্থাত আরোপের মাধ্যমে রস প্রত্যক্ষযোগ্য হয় অভিনেতার মধ্যে | অভিনেতা নায়কের মতো-ই ভিন্ন ভিন্ন রস ও ভাব অনুভব করে | কিন্তু প্রশ্ন হল : অভিনেতা নিষ্ঠ রস দর্শক কেমন করে আস্বাদন করবে ? কারণ - দর্শকের চিত্তে রস প্রতীয়মান হয় অথবা রসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় , একথা একবারো বলা হয়নি | তাহলে দর্শকেরা মুগ্ধ হন কিভাবে ?

এককথায়, "রস রসিকনিষ্ঠ" -কথাটি ভাবতে পারেনি লোল্লট , যা তাঁর মতবাদের প্রথম ত্রুটি |

2. দুটি বস্তু "সংযুক্ত"হতে গেলে একত্র থাকা দরকার | স্থায়িভাবের অস্তিত্ব অবচেতন স্তরে | আর বিভাব প্রভৃতির অস্তিত্ব সচেতন স্তরে | তাই দুয়ের মাঝে সংযোগ কি করে সম্ভব ?

3. এই মতবাদে বিভাবাদি এবং স্থায়ীভাব, পদের দ্বারা অভিধেয় | কিন্তু স্থায়ীভাব কখন-ই পদ-বাচ্য নয় |

এরকম বেশ কয়েকটি দোষে মতবাদটি দুষ্ট হলেও প্রথম ব্যাখ্যাকারদের অন্যতম বলে ভট্টলোল্লটের অবদান অনস্বীকার্য |